হজ্জ নির্দেশিকা

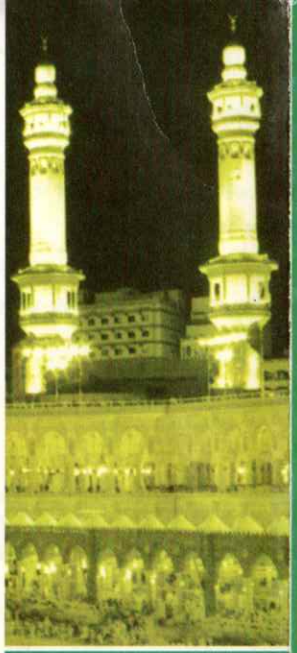

دليل الحاج

باللغ

মূল সম্পাদনায়ঃ
মাননীয় শায়খ ডাঃ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল জিবরীন

অনুবাদ ঃ
ফারুকুল ইসলাম বিন আব্দুল মান্নান

সম্পাদনায় ঃ
শায়খ / আবু নাছের মোশাররফ হোসাইন
শায়খ/ মুমতাজুল হক জা'ফার আহমাদ

MIC PROPAGATION
FFICE IN FAYZIH
TEL : 3838811 - FAX : 3858811 - P.O.BOX : 10466 BURIDH 51433

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالفايزية

رقم الحساب ٧/١١١١٢ فرع : ٣٤٠ الراجحي

হজ্জের রুকন সমূহঃ-
১-ইহরাম বাঁধা(হজ্জ অনুষ্ঠানে প্রবেশের নিয়্যত করা)।
২-আরাফায় অবস্থান করা ।
৩-তাওয়াফে ইফাযা করা।
৪-সফা-মারওয়া সাঈ করা।

হজ্জের ওয়াজিব সমূহ ঃ
১-মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা।
২-সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা।
৩-কুরবানীর রাত্রি মুযদালিফায় যাপন করা।
৪-মিনায় আইয়্যামে তাশরীকের রাত্রিগুলি যাপন করা ।
৫-জামরাসমূহে কংকর নিক্ষেপ করা।
৬-বিদায়ী তাওয়াফ করা।
৭-চুল মুন্ডন অথবা খাটো করা।

হজ্জের রুকন সমূহের কোন একটি ছেড়ে দিলে তা সম্পাদন না করা পর্যন্ত হজ্জ হবেনা।

হজ্জের কোন ওয়াজিব ছেড়ে দিলে দম দ্বারা ক্ষতি পূরন করতে হবে। উক্ত দম হারামে জবাই করে তা নিজে ভক্ষণ না করে সম্পূর্ণ হারামের ফকির মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে, তার হজ্জ ছহীহ হয়ে যাবে।

হজ্জের সুন্নাত সমূহ ঃ (কোন সুন্নাত ছেড়ে দিলে কিছু ওয়াজিব হবেনা।)
১-ইহরাম বাধাঁর (হজ্জের নিয়্যতের) সময় গোসল করা। ২-পুরুষদের জন্য একটি সাদা লুঙ্গি ও সাদা চাদরে ইহরাম বাঁধা। ৩- উচ্চ স্বরে তালবিয়্যাহ পাঠ করা। ৪- আরাফার রাত্রি মিনায় যাপন করা। ৫-কালো পাথর (হাজ্‌র আছওয়াদ) চুম্বন করা। ৬- ইজতেবা করা, (তাওয়াফে কুদুম বা উমরায় চাদরকে ডান বগলের নীচ দিয়ে উঠিয়ে বাম কাঁধের উপর রাখা)। ৭- রামল করা, (তাওয়াফে কুদুম বা উমরায় প্রথম তিন চক্করে একটু দ্রুত চলা)। ৮- কেরান ও ইফরাদ হজ্জ পালনকারীর জন্য তাওয়াফে কুদুম (আগমন তাওয়াফ) করা।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ সমূহ ঃ ১- চুল মুন্ডন করা বা কর্তন করা। ২- নখ কাটা। ৩- পুরুষ মাথায় লেগে থাকে এমন কিছু দ্বারা মাথা ঢাকা। ৪- পুরুষদের জন্য সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করা। ৫- সুগন্ধি ব্যবহার করা। ৬- মহিলাদের জন্য হাত মুজা পরিধান করা। ৭- মহিলাদের জন্যে নেকাব পরিধান করা। (যদি কোন ব্যক্তি ভূলে অথবা অজ্ঞতা বসত উল্লেখিত কোন নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলে তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবেনা। তবে যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে করে তাহলে তাকে কাফফারহ দিতে হবে। তিনটি রোজা রাখবে,অথবা ছয় জন মিছকীনকে খাদ্য দিবে, অথবা একটি বকরী বা ছাগল জবাই করবে)। ৮- স্থলাচর পশুর শিকার বা হত্যা কিংবা সহযোগীতা করা, অথবা তার স্থান হতে তাড়ান। (যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তাহলে তার সমপরিমান বস্তু দ্বারায় ফিদিয়া দিতে হবে। ৯- যৌন বাসনার সহিত যৌনাঙ্গ ছাড়া স্ত্রী সঙ্গম করা যেমন, চুমু দেয়া, স্পর্শকরা ইত্যাদি। (যদি কেউ যৌন উত্তেজনার সহিত যৌনাঙ্গ ছাড়া স্ত্রী সঙ্গম করে এবং বীর্য বের হয় তবুও তার হজ্জ নষ্ট হবে না। তবে তাকে উট কুরবানী দিতে হবে।) ১০- বিবাহ বন্ধন। ১১- যৌনাঙ্গে স্ত্রী সঙ্গম করা। (যদি প্রথম হালাল হওয়ার পূর্বে করে থাকে তাহলে তার হজ্জ হবেনা পরবর্তী বৎসর তাকে কাযা করতে হবে। কিন্তু তাকে হজ্জের বাকী কার্যাবলী চালিয়ে যেতে হবে। এবং তাকে হেরেমেই উট কুরবানী দিতে হবে। যদি প্রথম হালাল হওয়ার পরে করে থাকে তাহলে তার হজ্জ ছহীহ হবে এবং তাকে বকরী কুরবানী দিতে হবে।)

হাদী (কুরবানীর পশু)
জবাই করার স্থান ঃ- মিনা ও মক্কা এবং হারামের অবশিষ্টাংশে জবাই করা জায়েয।
জবাই করার সময় ঃ- ঈদের দিন ও তার পর আইয়্যামে তাশরিকের ৩ দিন।
হাদির প্রকার ঃ- উট,গরু অথবা বকরী (মেষ ও ছাগল)।
হাদীর বয়স কত হলে যথেষ্ট হবে ঃ-মেষ (দুম্বা) ছয় মাসের, ছাগল এক বছরের, গরু দু'বছরের এবং উট পাঁচ বছরের।
** এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি মেষ অথবা একটি ছাগল যথেষ্ট হবে এবং একটি উট অথবা একটি গরু সাত ব্যক্তির পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে। যদি কেউ হাদী না পায় অথবা তার মূল্য দিতে অক্ষম হয় তাহলে হজ্জের সময় তিনটি রোযা এবং পরিবারের নিকট প্রত্যাবর্তনের পর সাতটি রোযা রাখবে। রোযা ধারাবাহিকভাবেও রাখতে পারে পৃথক পৃথকভাবেও রাখতে পারে,অনুরুপ ঈদের পূর্বেও রাখতে পারে অথবা ঈদের পরেও রাখতে পারে।
যে সব পশু কুরবানী করা জায়েয নয়ঃ- কুরবানীর প্রাণী বিভিন্ন দোষ মুক্ত হওয়া আবশ্যক যথা খোঁড়া, কানা, অসুস্থ ও অত্যন্ত দুর্বল না হওয়া এবং অধিকাংশ শিং ভাঙ্গা, কান কাটা না হওয়া চাই।

অনুবাদ ঃ ফারুকুল ইসলাম বিন আব্দুল মান্নান

হজ্জের দিনগুলিতে তাঁহার প্রকারভেদ অনুসারে হাজীর করনীয়

শুধু হজ্জ পালনকারী (মুফরিদ)

১-মীকাত থেকে " লাব্বাইকা হাজ্জান" বলে ইহরাম বাঁধা।
২-মক্কার অধীবাসি ও মক্কায় অবস্থানকারীগণ ইহরাম বাঁধার জন্য মীকাতে যাবেনা, বরং নিজ নিজ অবস্থান থেকেই হজ্জের ইহরাম বাঁধবে।
৩- তওয়াফে কুদুম বা আগমন তাওয়াফ করবে।
৪-তওয়াফে কুদুম (আগমন তওয়ফের) পর সাঈ (সফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যে চক্কর) করবে, যদি তাওয়াফে কুদুমের পর সাঈ নাকরে অথবা সরাসরি মিনায় চলে যায়, তবে তাওয়াফে ইফাযার পর সাঈ করবে এবং কুরবানীর দিন পর্যন্ত ইহরাম আবস্থায় থাকবে।

উমরাহ ও হজ্জ একত্রে পালনকারী (কারিন)

১-মীকাত থেকে "লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জান" বলে ইহরাম বাঁধা।
২- তওয়াফে কুদুম বা আগমন তাওয়াফ করবে।
৩- সাঈকরবে, এই সাঈ তাওয়াফে ইফাযার পরে করা জায়েয। (কুরবানীর দিন পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকবে এবং ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যসমূহ থেকে বিরত থাকবে)।

হজ্জের পূর্বে উমরা আদায় করার পরে সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি (মুতামাত্তে')

১- মীকাত থেকে " লাব্বাইকা উমরাতান মুতামাত্তিয়ান বিহা ইলাল হাজ্জে" বলে ইহরাম বাঁধা।
২- তওয়াফে কুদুম (উমরার তওয়াফ) করা।
৩- সফা- মারওয়া সাঈ করা।
৪- চুল খাটো করা।
৫- ইহরাম খুলে হালাল অবস্থায় (৮ই যিলহজ্জ) তারবিয়ার দিন পর্যন্ত থাকা।

মিনায় গমন করা, যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজর সহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা। চার রাকাআত বিশিষ্ট নামযগুলি দু'রাকআত (কসর) করে পড়া। দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়বে না। অর্থাৎ জমা করবেনা।

নিজ নিজ অবস্থান স্থল হতে ইহরাম বাঁধার পর মিনায় গমন করা এবং যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজর সহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা। চার রাকাআত বিশিষ্ট নামযগুলি দু'রাকআত (কসর) করে পড়া। দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়বে না। অর্থাৎ জমা করবেনা।

১- সূর্যোদয়ের পর আরাফার দিকে গমন করা এবং যোহর ও আসরের নামায যোহরের প্রথম ওয়াক্তে এক আযান ও দুই একামতে কসর করে আদায় করা। এদিনে হাজীদের জন্য বেশী বেশী আল্লাহর যিকর, কুরআন তেলাওয়াত ও কেবলা মুখি হয়ে দু'আ করা সুন্নাত, পাহাড় মুখি হয়ে নয়। এটাও সুন্নাত যে, সে দু'আ করার সময় দু'হাত উত্তোলন করবে, কেননা রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ করেছেন। হাজীদের জন্যে আরাফার দিন রোজা রাখা মাকরুহ (অপছন্দনীয়) ওরানা নামক উপত্যকা আরাফার অন্তর্ভুক্ত নয়,সুতরাং সেখানে অবস্থান করাও শুদ্ধ নয়। অনুরূপ পাহাড়ে আরোহণ করাও হাজীদের জন্য শরীয়ত সম্মত নয়।
২- সূর্যাস্তের পর ধীর-স্থির ও নম্রতার সাথে মুযদালিফার দিকে গমন করা।
৩- মুযদালিফায় পৌছেই এক আযান ও দুই একামতে (জমা তাখীর) করে মাগরিব ও ইশার নামায কসর করে একত্রে আদায় করবে।
৪- জমরাতুল আকাবায় (বড় জামরায়) কংকর নিক্ষেপ করার জন্য সাতটি কংকর সংগ্রহ করবে, যদি মিনা থেকে সংগ্রহ করে তবুও জায়েয আছে। কংকরের সাইজ মটরের অথবা চানাবুটের বরাবর হওয়া উত্তম ।
৫-হাজী সাহেব মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করবে এবং প্রথম ওয়াক্তে ফজরের নামায পড়ে বেশী বেশী যিক্‌র ও দু'আ পাঠ করবে। মাশ'আরুল হারামের নিকট দাঁড়িয়ে ফর্সা হওয়া পর্যন্ত বেশী বেশী দু'আ করা মুস্তাহাব । অর্ধরাত্রির (চাঁদ ডুবার) পরে দুর্বলদের জন্য মুযদালিফা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে বের হওয়া জায়েয।

সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা ঃ

১- শুধু জামরাতুল আকাবায় (বড় জামরায়) "আল্লাহু আকবার" বলে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করা।
২-চুল মুন্ডন অথবা কর্তন করা, মুন্ডন করাই উত্তম এবং মহিলারা আঙ্গুলের অগ্রভাগ পরিমাণ চুল কাটবে ।
৩-ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে ও স্বাভাবিক কাপড় পরিধান করবে, (ছোট হালাল হওয়া)।
৪-তওয়াফে ইফাযা (রুকন) আদায় করে হালাল হবে, (বড় হালাল হওয়া) এই তাওয়াফ ১১ কিংবা ১২ তারিখ পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া যায় অথবা বিদায়ী তাওয়াফের সাথে সম্পাদন করা যায়।
৫-যদি আগমন তাওয়াফের সাথে সফা-মারওয়া সাঈ না করে থাকে তাহলে তাওয়াফে ইফাযার পর সাঈ করা।

সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা ঃ

১- শুধু জামরাতুল আকাবায় (বড় জামরায়) "আল্লাহু আকবার" বলে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে।
২- হারামের বাসিন্দা ব্যতীত সকলকে কুরবানীর পশু (হাদী) কুরবানী করা, কেননা তাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।
৩- চুল মুন্ডন অথবা খাটো করা, এবং মহিলারা আঙ্গুলের অগ্রভাগ পরিমাণ চুল কাটবে ।
৪- ইহরাম থেকে হালাল হয়ে স্বাভাবিক কাপড় পরিধান করবে, (ছোট হালাল)।
৫- তাওয়াফে ইফাযা (রুকন) সম্পাদন করে হালাল হবে, (বড় হালাল)। এই তাওয়াফ ১১ কিংবা ১২ তারিখ পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া যায় অথবা বিদায়ী তাওয়াফের সাথে একত্রে সম্পাদন করা যায়। যদি আগমন তাওয়াফের সাথে সফা- মারওয়ার সাঈ না করে থাকে তাহলে তাওয়াফে ইফাযার পর সাঈ করা।

সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা ঃ

১- শুধু জামরাতুল আকাবায় (বড় জামরায়) "আল্লাহু আকবার" বলে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে।
২- হারামের বাসিন্দা ব্যতীত সকলেই কুরবানীর পশু (হাদী) কুরবানী করবে, এই কুরবানী ১৩ তরিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলবে।
৩- চুল মুন্ডন করবে অথবা কর্তন করবে, মুন্ডন করাই উত্তম এবং মহিলারা আঙ্গুলের অগ্রভাগ পরিমাণ চুল কাটবে।
৪- ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে ও স্বাভাবিক কাপড় পরিধান করবে। (ছোট হালাল হওয়া)।
৫- তাওয়াফে ইফাযা (রুকন) সম্পাদন করে হালাল হবে, (বড় হালাল)। এই তাওয়াফ ১১ কিংবা ১২ তারিখ পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া যায়, অথবা বিদায়ী তাওয়াফের সাথে সম্পাদন করা যায়।
৬- সফা-মারওয়া সাঈ (রুকন) সম্পাদন করবে। এই সাঈও তওয়াফে ইফাযার ন্যায় পিছিয়ে দেয়া বৈধ। বা তাওয়াফে বিদা'-এর সাথে করা জায়েয আছে।

(ক) ১১ তারিখের রাত্রি মিনায় যাপন করা ওয়াজিব। (খ) প্রত্যেক জামরায় সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়ার পর "আল্লাহু আকবার" বলে সাতটি করে কংকর নিক্ষেপ করবে। প্রথমে ছোটটিতে, তারপর মধ্যটিতে, অতঃপর বড়টিতে। শুধু ছোট ও মধ্যটির পর দাঁড়িয়ে দু'আ করবে।

(ক) ১২ তারিখের রাত্রি মিনায় যাপন করা ওয়াজিব। (খ) প্রত্যেক জামরায় সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়ার পর "আল্লাহু আকবার" বলে সাতটি করে কংকর নিক্ষেপ করবে । প্রথমে ছোটটিতে,তারপর মধ্যটিতে, অতঃপর বড়টিতে। শুধু ছোট ও মধ্যটির পর দাঁড়িয়ে দু'আ করবে। হাজীদের জন্য তাড়াতাড়ি প্রত্যাবর্তন করা জায়েয,সুতরাং সে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা থেকে বেরিয়ে যেতে পরবে, তার পর বিদায়ী তাওয়াফ করবে ।

(ক) প্রত্যেক জামরায় সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়ার পর "আল্লাহু আকবার" বলে সাতটি করে কংকর নিক্ষেপ করবে। প্রথম ছোটটিতে, তারপর মধ্যটিতে, অতঃপর বড়টিতে। শুধু ছোট ও মধ্যটির পর দাঁড়িয়ে দু'আ করবে। (খ) মিনা ছেড়ে মক্কা প্রস্থান করবে এবং বিদায়ী তাওয়াফ সম্পাদন করবে, ইহা ওয়াজিব এবং ছুটে গেলে দম দিতে হবে। ঋতুবতী ও নেফাসওয়ালী নারী ব্যতীত, অতঃপর মক্কা হতে বিদায় নেবে।

তাহাল্লুলে আসগারের (ছোট হালাল হওয়ার) পর হাজীদের জন্য স্ত্রী ব্যতীত সব কিছু হালাল এবং তাওয়াফে ইফাযার (বড় হালাল হওয়ার) পর সব কিছুই হালাল হয়ে য়ায়, এমন কি স্ত্রীও, যদি ইফরাদ ও কিরান হজ্জের সাঈ পূর্বে করে থাকে। আর হজ্জে তামাত্তুতে অবশ্যই বড় হালালের পূর্বে সাঈ করতে হবে।

হজ্জের দিনগুলি যিক্‌র, দু'আ, কুরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহর দ্বীনের প্রতি দা'ওয়াতের দিন, সুতরাং আপনার সময় লাভজনক কাজে লাগান এবং অমঙ্গলজনক কাজ থেকে বেঁচে থাকুন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "হজ্জে স্ত্রী সহবাস, দুস্কার্য ও কলহ-বিবাদ করতে পারবেনা।" (সূরাতুল বাকারাহঃ ১৯৭)